১৫

দৈনিক সংবাদ

03 MAY 1997
তারিখ ...
পৃঃ ৭ কলাম ৬

# মাদ্রাসা এদেশের গণমানুষের দ্বারা … তাদের অবদানেই তা টিকে থা…

রুহুল আমীন খান

জনসাধারণের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাংক্ষা, বোধ-বিশ্বাস, আনন্দ-বেদনার সাথে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার, কর্মের, ধ্যান-ধারণার আসমান-জমিন ফারাক সর্বদাই লক্ষ্য করা গেছে। ঐসব বুদ্ধিজীবী খেতাবের ব্যক্তিরা যে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় থাকেন, যেসব তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করেন, যেই দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা সমাধানের প্রিসক্রিপশান দেন,— দেশের মাটি ও মানুষের থেকে তার ব্যবধান দুস্তর। বাস্তবতার সাথে তার ফারাক অনেক। এই সব গণবিচ্ছিন্ন, মাটির সাথে সম্পর্কহীন বুদ্ধির বেপারীদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট চিন্তার দ্বারা যদি নেতারা প্রভাবিত হন তখন তা শুধু ঐ নেতাদের জন্যই সর্বনাশের কারণ হয় না, দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্যও অনেক সময় তা চরম সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঐসব বুদ্ধি ব্যবসায়ীদের একটা সুবিধা আছে। তারা মুহূর্তের মধ্যে বোল, ভোল দুইই পাল্টাতে পারেন। গাছেরটা আর তলারটা দুটোই কুড়াবার কৌশল তাদের আয়ত্তাধীন। 'দুধ আর তামাক'টা এক সাথেই তারা খেতে পারেন। সর্বোপরি তাদের মোক্ষম সুবিধে এই যে, তাঁদের কখনো জনসাধারণের মুখোমুখি হতে হয় না। জনগণের কাছে তাদের কোন কাজের কৈফিয়ত দিতে হয় না। তাই জনগণের মর্জির, ইচ্ছার, আকাংক্ষার, স্বপ্নের তোয়াক্কা করা তাদের দরকার হয় না। কিন্তু জননেতারা কি তেমনটি পারেন? বা তেমনটা তাদের পারা উচিত? বিশেষ কর গণতান্ত্রিক কোনো দেশে? পারেন না। পারা উচিত নয়। কারণ, নেতাদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর পর জনতার আদালতে হাজির হতে হয়, তাদের কাছে কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হয়। নেতার কথার সাথে, কাজের সাথে, আচার-আচরণের সাথে জনতার ইচ্ছার, আকাংক্ষার, স্বপ্নের যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, কিংবা তার কর্মকাণ্ড যদি হয় জনতার প্রত্যাশার বিপরীত, তবে জনতা কর্তৃক তাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। প্রতারণা হয়ত করা যায়, করেও থাকেন আমাদের মত অনুন্নত দেশের অনেকে, কিন্তু বার বার সেটা পারা যায় না। সমস্ত লোককে সর্বসময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না, ধোঁকা দেয়া যায় না। এজন্য যারা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী জনগণের কল্যাণের জন্য শাসনকর্তৃত্ব পরিচালনা করতে চান, হাতে রাখতে চান তাদের সব সময়ই দেশের মাটির মেজাজ আর দেশের মানুষের মনের খবর রাখতে হয়।

বাংলাদেশের মাটির মেজাজ কি, মানুষের মনের গড়ন কি সে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের সেটি লক্ষ্য নয়। তবে এ নিবন্ধের প্রয়োজনে এই মাটি ও এই মাটির মানুষের মন-মেজাজ সমাচার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর আভাস প্রসঙ্গত দেয়া আবশ্যক। জোয়ার-ভাঁটার দেশ বাংলাদেশ। মৌসুমী হাওয়ার দেশ বাংলাদেশ। পানি-কাদার দেশ বাংলাদেশ। উর্বরা মাটির দেশ বাংলাদেশ। এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব এখানের মানুষের প্রকৃতিতেও বিদ্যমান। সহজে আবেগ আপ্লুত হয় এখানের মানুষ। আর মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের প্রাধান্য তো গোটা প্রাচ্যেরই বৈশিষ্ট্য। গবেষকরা বলেন, দুনিয়ার তাবত প্রধান প্রধান ধর্মের উদ্ভব এ কারণেই প্রাচ্যে। প্রাচ্যবাসীরা হৃদয়বৃত্তির চর্চা অনেক বেশী করেছে পাশ্চাত্যবাসীর তুলনায়। আর পাশ্চাত্যবাসীর বুদ্ধিচর্চার ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত। সে যাই হোক, বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। সুদূর অতীত থেকে এ বৈশিষ্ট্য তাদের মজ্জাগত। এরা স্বাধীন প্রাণ। ধর্ম আর স্বাধীনতা এ দু'টি নিয়ে এরা বাঁচতে চায়, মরতে চায়। এর কোন একটির উপর আঘাত নিজের অস্তিত্বের উপর আঘাতের শামিল মনে করে। এখানকার মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই। ইসলাম এখানকার অধিবাসীদের প্রায় ৯০ শতাংশের ধর্ম। তাই ইসলামের অবমাননা করে, ইসলামের উপর আঘাত হেনে, ইসলামকে অগ্রাহ্য করে স্থায়ীভাবে এখানে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়। তেমনি স্বাধীনতা হরণ করে কোন শক্তির এখানে দীর্ঘ দিন আধিপত্য বহাল রাখাও অসম্ভব ব্যাপার। ইসলামের শিকড় এ মাটির কত গভীরে প্রোথিত, ইসলামের প্রভাব এখানকার সাধারণ মানুষের মনে-মগজে, চিন্তায়-চেতনায়, রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে, দেহের কোষে কোষে কি যে অচ্ছেদ্য অবিভাজ্যভাবে সম্পৃক্ত, তা রাজধানীর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে বুঝা না গেলেও যারা এদেশের সাধারণ মানুষদের সাথে ওঠাবসা করেন, মেলামেশা করেন তারা তা অনুভব করতে পারেন। একটি মানুষ নদীর উত্তাল স্রোত ও তরঙ্গাভিঘাতের মধ্যেও মাছ ধরতে ধরতে যখন নামাজের সময় নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে বা গলুইয়ের চটিতে বসে নামাজ আদায় করে নেয়, মাঠে কাদা-পানির মধ্যে হাল চষতে চষতে যখন গামছাটা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে ক্ষেতের আলে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, কিংবা দু'তিন বেলা উপোস থেকেও যখন রোজাটা ছাড়ে না, তখন বোঝা যায় ধর্মের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন। এই মানুষদের জন্য যখন আইন-কানুন করতে যাওয়া হয় তখন এই মানুষদের ছবিটি মনের মুকুরে উদ্ভাসিত থাকা প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধির ব্যবসায়ীদের এদের কথা ভাবার প্রয়োজন পড়ে না। এজন্যই তারা নেতাদের এমন সব পরামর্শ দেন যার সাথে এই মাটি আর মানুষের কোনই সম্পর্ক নেই। নেতাদের ভাগ্য যদি ভাল হয় তবে এসব তথাকথিত আঁতেলদের পরামর্শ এড়িয়ে চলেন। এতে অন্তত তারা নিজেরা কিছু দিন নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে পারেন। আর ভাগ্য যদি মন্দ হয় তবে ঐ সব আঁতেলের বুদ্ধির ফাঁদে পা দিয়ে বসেন। এরকম গণবিচ্ছিন্ন কিছু বুদ্ধি-পরামর্শ ইদানীং বেশ জোরেশোরেই দেয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শটার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এত দিন ঐ সব আঁতেল তারস্বরে চিৎকার দিয়ে বেড়াতেন যে, মাদ্রাসা কেবল বেকার মানুষ তৈরী করে। মাদ্রাসা হচ্ছে বেকার তৈরীর কারখানা। যখন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হল যে, দেশে যত প্রকার শিক্ষা আছে তার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাই হচ্ছে সবচেয়ে কম বেকার, এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সংখ্যা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়, তখন তারা সুর পাল্টিয়ে বলতে শুরু করলেন যে, মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজী, ভূগোল, ইতিহাস, অংক, বিজ্ঞান ইত্যাদি বৈষয়িক বিষয়াবলী মোটেই পড়ান হয় না। সেই মধ্যযুগীয় কিছু বিষয় পড়ানো হয় মাত্র। তাদের এ প্রচারণা যে নিছক মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা যখন বলা হতে লাগল; যখন মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী তুলে ধরে বার বার প্রমাণ করা হতে থাকল মাদ্রাসায় বাংলা, অংক, ইংরেজী, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান সব কিছুই পড়ানো হয়; যখন বার বার আহবান করা হল আপনারা না জেনে, না শুনে, মূর্খের মত আন্দাজে কথা না বলে, দেশের সংশ্লিষ্ট বিভ…
খোঁজ নিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও …
অধিদপ্তর, বেনবেজ, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ইত…
তথ্য নিন, দেশের ভার্সিটিসমূহ, মেডিক্যাল ক…
কলেজসমূহ, ট্যাকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনসমূহে…
সেখানে সরাসরি মাদ্রাসা থেকে ছাত্রগণ এসে…
কি-না, কৃতিত্বের সাথে পড়াশুনা করছে কি-…
থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানে আগত…
তুলনামূলকভাবে ভাল…
করছে কি-না; বার ব…
আহবান জানানোর পর …
প্রচারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবার পর এখন আবা…
পাল্টিয়ে বলতে শুরু করেছেন মাদ্রাসা রাজাকা…
তৈরী করে। যখন বলা হল স্বাধীনতার পর ২৫…
গেছে। মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার নতুন করে …
অবকাশ কোথায়। রাজাকারী করবে কার পক্ষ…
বিরুদ্ধে— তখন বলতে শুরু করেছে মাদ্রাসা…
সৃষ্টি করে। আমাদের তালেবান দরকার নে…
মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দাও। কেউ বা সরাস…
কেউ বা একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলছেন, …
এতটুকু। গত ১লা বৈশাখ দৈনিক সংবা…
নিবন্ধক…
লিখেছে…
"মাদ্রাস…
আধুনি…
দেয়া…
আলাদ…
মাদ্রাস…
যৌক্তি…
সেটা…
নির্ধারক…
বুঝতে…
সেই…
নীতি…
করতে…
আমরা…
করি।"…
শেষ…
এই…
"তালে…
কোন…
আমাদ…
আর কত দিন আমরা এভাবে চলবো। …
নির্ধারকদের এটা ভাবা প্রয়োজন। জনসাধার…
করে আরো তালেবান সৃষ্টির কারখানা তৈরী…
কোন সুস্থ, স্বাভাবিক আধুনিক প্রগতিশীল ম…
পারে না। এখন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার…
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে…
অতি জরুরী।" রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের…
পরামর্শ দেয়া হচ্ছে তারা তার কতটা গ্রহণ…
করবেন আমরা তা জানি না। আমাদের এক…
লেখক তার নিবন্ধে মাদ্রাসা শিক্ষা 'আমাদে…
নাই। 'আমরা' চাই না বলতে যেই 'আমরা'…
শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেই 'আমাদের' বা 'আ…
সেই 'আমরা' কি এদেশের সাধারণ মানুষ? …
এদেশের সাধারণ মানুষরাই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা…
এর পরিচালক। সরকার এদেশের একটি…
প্রতিষ্ঠিত করেননি। ঢাকায় যে সরকারী আলি…
আছে ওটিও কলিকাতা থেকে হিজরত …
এসেছে। নিবন্ধের 'আপনারা' মাদ্রাসার প্র…

> **ঐ কয়েকজন মুখচেনা 'আমরা'র বাইরে যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এদেশের সাধারণ মানুষ, আপনারা না চাইলেও তারা এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা চান। আপনারা এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করলেও তারা এর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন। আপনারা এর বিলুপ্তি চাইলেও তারাই ওগুলোকে রক্ষা করবেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণমানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় গণবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীর চক্রান্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। তবে ঐসব তথাকথিত আঁতেলদের পরামর্শ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকরা গ্রহণ করবেন কি-না, আমরা বলে এসেছি, সেটা তাদের ব্যাপার।**